৩০/- টাকার কোর্ট ফি

ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান
কর্তৃক সত্যায়িত
সদ্যতোলা ছবি ২ কপি।

বরাবর

ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকতা
ফরিদপুর।

বিষয়ঃ এল এ কেস নং.....এর ক্ষতিপূরণের টাকা পাওয়ার আবেদন।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, ফরিদপুর জেলার..... উপজেলায়

..... প্রকল্পে অধিগ্রহণকৃত নিম্নবর্নিত তফসিলের জমির বর্তমান বৈধ মালিক ও দখলকার হওয়ায় উক্ত জমি/বাড়ীঘর/স্থাপনা/গাছপালা/ফসল ও অন্যান্য ক্ষতিপূরণের টাকার জন্য আবেদন করছি। এ সাথে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দলিলাদি দাখিল করলাম। আমি আরও অঙ্গীকার করছি যে, মালিক না হয়ে টাকা গ্রহণ করলে তা ফেরত প্রদান করতে বাধ্য থাকব।

অতএব, বর্ণিত জমি/বাড়ীঘর/স্থাপনা/গাছপালা/ফসল ও অন্যান্য ক্ষতিপূরনের টাকা আমি যাতে পাই তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সদয় মর্জি হয়।

তারিখঃ

তফসিলঃ

এল এ কেস নম্বর.....

মৌজাঃ.....

খতিয়ান নং.....

দাগ নং.....

অধিগ্রহণকৃত জমি/গাছপালা/অন্যান্য এর পরিমান

.....

নিবেদক

স্বাক্ষর/টিপসইঃ.....

নামঃ.....

পিতা/স্বামীর নামঃ.....

গ্রামঃ.....

থানা.....

জেলাঃ ফরিদপুর।

মোবাইল নাং.....

<u>প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র</u>

টিক দিন

১। ভোটার আইডি কার্ডের সত্যায়িত ফটোকপি ( )
২। সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান/পৌরসভার মেয়র কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিকত্ব সনদপত্র (অনলাইন কপি) ( )
৩। ০২(দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত রঙ্গিন ছবি ( )
৪। আর.এস/এস.এ/বি.এস খতিয়ানের নকল/সার্টিফাইড কপি ( )
৫। ওয়ারিশ সনদপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ( )
৬। ক্রয়কৃত জমি হলে মূল দলিল ও পিঠ দলিল ( )
৭। নামজারী প্রস্তাবিত খতিয়ানের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ( )
৮। হাল সনের খাজনার দাখিলা ( )
৯। দাগের সূচীপত্র ( )
১০। ৩০০/- ননজুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গিারনামা ( )
১১। বন্টননামা/নাদাবী পত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ) ( )
১২। দেওয়ানী মামলার রায়/ ডিক্রির নকল/সার্টিফাইড কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ) ( )

১০০ টাকার ৩ টি স্ট্যাম্পে
অঙ্গীকার নামা দিতে হবে।

## অধিগ্রহণকৃত জমি/সম্পত্তির ক্ষতিপূরনের টাকা তোলার জন্য
## টাকা উত্তোলনকারী প্রদত্ত ক্ষতি প্রদানের অঙ্গীকার নামা

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহন ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ, ২০১৭ এর আওতায় অধিগ্রহণকৃত অথবা হুকুম দখলকৃত স্থাবর জমি অথবা জমি ও সম্পত্তির মালিক দখলাধিকারীর অথবা মালিকের দ্বারা আমোক্তারনামা মূলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তিনামা।

যেহেতু ফরিদপুর জেলার ভূমি অধিগ্রহণ মামলা নং- এর বিপরীতে ক্ষতিপূরণের অর্থ উত্তোলনের নিমিত্তে নিম্নরুপ চুক্তি সম্পাদানের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, সেহেতু আমরা নিম্নবর্ণিত ১ম পক্ষ ও ২য় পক্ষ ইং তারিখ নিম্নরুপ চুক্তি সম্পদন করিলাম।

১ম পক্ষঃ- ২য় পক্ষঃ-

ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা
ফরিদপুর।

যেহেতু ফরিদপুর জেলার ভূমি অধিগ্রহণ মামলা নং-. অধীন ..... উপজেলায় " ....."প্রকল্পের" জন্য ২০১৭ ইং সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশের আওতায় নিম্নতফসিল বর্ণিত স্থাবর জমি ও সম্পত্তি স্থায়ীভাবে অথবা অস্থায়ীভাবে অধিগ্রহণ করা হয়েছে এবং সম্পূর্নরুপে জামেলামুক্তভাবে সরকারের নিকট ন্যস্ত হইয়াছে,

এবং যেহেতু আমি/আমরা মালিক অথবা মালিকগণ তপসিলে উল্লিখিত অধিগ্রহণকৃত জমি অথবা সম্পত্তি অথবা জমি বা সম্পত্তির মালিক অথবা মালিকগণ হিসাবে স্বয়ং দরখাস্ত দাখিল করিয়া অথবা আমমোক্তার নামা মূলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে দরকাস্ত দাখিল করিয়া ক্ষতিপূরণের অর্থ উত্তোলনের দাবী করিয়াছি।

এবং যেহেতু আমরা ১ম পক্ষ এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, এই চুক্তিনামার অনুচ্ছেদ আমরা অথবা আমাদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি, উত্তরাধিকারী, একজিকিউটর, এডমিনিষ্ট্রেটর, মোতোয়াল্লী অথবা আইনানুগভাবে স্বার্থ বিজড়িত ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিবর্গ অথবা প্রতিষ্ঠানের উপর সমভাবে প্রযোজ্য হইবে। এবং যেহেতু আমি/আমরা ১ম পক্ষ শপথ পূর্বক ঘোষণা ও স্বাক্ষ্য দিতেছি যে, তপসিলে উল্লেখিত অধিগ্রহণকৃত জমি অথবা সম্পত্তি অথবা জমিও সম্পত্তির আমি/আমরাই বৈধ ও প্রকৃত মালিক এবং প্রকৃত দখলদার এবং ক্ষতিপূরণের অর্থ উত্তোলনের দিবস পর্যন্ত আমি/আমরাই প্রকৃত দখলদার আছি,

এবং যেহেতু আমি/আমরা ১ম পক্ষ এই মর্মে ঘোষণা ও স্বাক্ষ্য দিতেছি যে, তপশীলে উল্লিখিত জমি অথবা সম্পত্তি অথবা জমি ও সম্পত্তি আমরা কোনভাবে হস্থান্তর করি নাই অথবা রুট কবলা, খাই খালাসী, মহাজনী ঋণ, ব্যাংকের ঋণ, বন্দকী ঋণ, হাইপোথিকেশন, সমবায় ঋণ অথবা অন্যকোনভাবে আবদ্ধ করি নাই অথবা বিক্রয়ের লক্ষ্যে কোন বায়না করি নাই অথবা কোন ষ্টাম্প দেই নাই,

এবং যেহেতু আমি/আমরা ১ম পক্ষ এই মর্মে শপথ পূর্বক ঘোষণা এবং স্বাক্ষ্য দিতেছি যে, তফসিলে বর্ণিত জমি অথবা সম্পত্তি

অথবা জমি ও সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের অর্থ উত্তোলনের দিন পর্যন্ত কোনভাবে হস্থান্তর যথা- বিক্রয়, দান ওয়াকফ অথবা অন্য কোনভাবে হস্থান্তর করি নাই অথবা হস্তান্তরের কোন বায়না অথবা এগ্রিমেন্ট করি নাই, অথবা কাহারও নিকট হতে টাকা গ্রহণ করি নাই অথবা কোন লিখিত অথবা অলিখিত ষ্টাম্প দিয়া অধিগ্রহণকৃত জমি আবদ্ধ করি নাই,

এবং যেহেতু আমি/আমরা ১ম পক্ষ এই মর্মে শপথ পূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, ক্ষতিপূরণের অর্থ উত্তোলনের জন্য সরকার বরাবরে দাখিলকৃত যে সকল দলিলাদি ও ডকুমেন্ট দাখিল করিয়াছি সেসব দলিলাদি ও ডকুমেন্ট সঠিক ও যথার্থ এবং কোনভাবে পরিবর্তন করা হয় নাই এবং কোন প্রকার প্রতারনা অথবা জালিয়াতির আশ্রয় নেওয়া হয় নাই,

এবং যেহেতু আমি/আমরা ১ম পক্ষ এই মর্মে শপথ পূর্বক ঘোষণা করছি যে, তফসিলে উল্লেখিত অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তিতে আমি/ আমরা এককভাবে অথবা যৌথভাবে, এজমালীতে যত্নবান অথবা দখলকার ও মালিক আছে,

এবং যেহেতু আমি/আমরা ১ম পক্ষ এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, তফসিলে উল্লেখিত অধিগ্রহণকৃত জমি ও সম্পত্তির হাল সন পর্যন্ত ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করা আছে,

এবং যেহেতু আমি/আমরা ১ম পক্ষ এই মর্মে ঘোষণা সাক্ষ্য দিতেছি যে, অধিগ্রহণের পরে জমির শ্রেণীর পরিবর্তন করিয়া জমির কোন অনিষ্ট সাধন করি নাই যাহাতে প্রত্যাশী সংস্থা ক্ষতির সন্মুখীন হতে পারে এবং এরুপ করিয়া থাকিলে আমি ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিব।

এক্ষণে সেইহেতু আমি/আমরা ১ম পক্ষ এই মর্মে সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ হলাম।

১। যেহেতু তফসিলে উল্লিখিত অধিগ্রহণকৃত জমি ও সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের পরিমাণের ব্যাপারে আমাদের কোন আপত্তি থাকিলে আরবিট্রেশনের আশ্রয় নিতে পারিব।

২। যে, অধিগ্রহণকৃত জমি ও সম্পত্তিতে আমাদের স্বত্ব নিরসন হয়ে যাবে।

৩। যে, যদি পরবর্তীতে দেখা যায় যে, তফশীলে উল্লেখিত জমি অথবা সম্পত্তি অথবা জমি ও সম্পত্তির আমার বৈধ মালিক ও দখলকার নই, অথবা আমাদের মালিকানায় কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় অথবা অন্য কোন আইন, বিধি, মামলা ইত্যাদি দ্বারা ক্ষতিপূরণের অর্থ গ্রহণে স্বীকৃত বাধার সৃষ্টি হয় তাহলে আমি/আমরা ১ম পক্ষ চাহিবামাত্র সরকারকে ক্ষতিপূরণের টাকা ফেরত দিতে বাধ্য থাকিব।

৪। যে, যদি প্রমাণিত হয় তফসিলে উল্লিখিত জমি অথবা সম্পত্তির মধ্যে অধিগ্রহণের মামলা অনুসারে দাগের যে অংশে অধিগ্রহণ হয়েছে, সেই অংশে আমি/আমরা ১ম পক্ষ এককভাবে অথবা যৌথভাবে, এজমালীভাবে, সমবায় ভিত্তিতে ইত্যাদি কোনভাবেই দখলে না থাকি, অথবা অধিগ্রহণকৃত দাগে অপর অংশে ভোগদখল থাকিয়াও খতিয়ানের অংশীদার হিসাবে ক্ষতিপূরণের অর্থ উত্তোলণ করে থাকি তাহলে আমি/আমরা যতটুকু জমির জন্য ক্ষতিপূরণের অর্থ গ্রহণ করিব বা করিয়া থাকি সেই পরিমাণ জমি যা অংশ অথবা দখল হতে ক্ষতি হয়েছে তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য থাকিব। অথবা পুনরায় দাগের অন্যান্য শরীকদের মধ্যে জমি পূনঃবন্টন করে দিতে বাধ্য থাকিব। সেই ক্ষেত্রে এই দলিল অংশ পরিত্যাগ ও দখল হস্তান্তর দলিল হিসাবে গণ্য হবে যাহা সর্ব আদালতে সর্বকালে স্বীকৃত হবে।

৫। সরকার ইচ্ছা করলে অধিগ্রহণকৃত জমি ও সম্পত্তির বকেয়া অথবা হাল সনের ভূমি উন্নয়ন কর কর্তন করে রেখে দিতে পারবেন।

৬। এই চুক্তিনামার কোন অনুচ্ছেদের ব্যাপারে কোন সমস্যার সৃষ্টি হলে আইনানুগ সিদ্ধান্তই বলবৎ হবে।

৭। এই চুক্তিনামা সম্পাদনের জন্য সম্পাদনকারী অথবা যার বা যাদের পক্ষে সম্পাদন করা হয় তিনি বা তারই কৃতকর্মের জন্য দায়ী থাকবেন।

৮। আমি/ আমরা ১ম পক্ষ নিম্নতফসিলের জমি ও সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ বাবদ অদ্য ..... ইংরেজী তারিখের এল এ চেক নম্বর মূলে ..... টাকা উত্তোলন করে এই চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করলাম।

দাগ নং- দাগে মোট জমির পরিমাণ ক্ষতিপূরণ গ্রহণের ও চুক্তিবদ্ধ জমির পরিমাণ

"তফশীল"

জেলা ঃ- ফরিদপুর
থানা ঃ .....
মৌজা ঃ .....
অধিগ্রহণকৃত জমির
জমির পরিমাণ

অন্যান্য.....
মোট প্রাপ্ত টাকা
কথায় ঃ

৯। এতদউদ্দেশ্য আমি/আমরা উভয় পক্ষ স্বজ্ঞানে ও সেচ্ছায় এই চুক্তিনামা কাহারো কোন প্রকার ভয়ভীতি ব্যতিরেকে ও বিনা প্ররোচনায় সম্পাদন করে স্বাক্ষর/টিপসহি প্রদান করলাম।

মালিক/মালিকগণ/আমোক্তার গ্রহীতার স্বাক্ষর তারিখ ঃ-

স্বাক্ষী ঃ-

১।
২।
৩।

সনাক্তকারীর স্বাক্ষর ঃ-

নাম ঃ-.....
পদবী ঃ-.....
তারিখ ঃ-.....

ক্ষতিনিষ্কৃতির চুক্তিনামা গৃহীত হল এবং নথিভুক্ত করা হল।

ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা
ফরিদপুর।

তারিখ ঃ.....